সংবাদ

তারিখ ... 14 FEB 2001 ...
পৃ ... ৭ ... কলাম ... ৬ ...

ঢাকা : শুক্রবার ৩০শে ফাল্গুন ১৪০৯ ◆ Dhaka : F

টাকার অভাব ও পদ্ধতিগত জটিলতা

সরকারের ২৪টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের বাস্তবায়ন চলছে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে

প্রফুল্ল কুমার ভক্ত ॥ সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীন ২৪টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের বাস্তবায়ন কার্যক্রম খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে। কখনও উদ্যোগের অভাবে ভূমি হুকুম দখল করা সম্ভব হচ্ছে না কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণের জন্য। আবার কখনও ভূমি হুকুম দখল করা হচ্ছে তো টাকার অভাবে ভবন নির্মাণ করা যাচ্ছে না। দেশে ও বিদেশের চাহিদা অনুযায়ী মানব সম্পদ উন্নয়নের ধারায় দক্ষ জনশক্তি তৈরি করে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন করাই কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলার মূল উদ্দেশ্যে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়।

জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর প্রশিক্ষণ উইংয়ের আওতায় বর্তমানে ১২টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আছে। তাছাড়া, দেশের পুরনো ১১টি জেলায় একটি করে এবং ঢাকায় মহিলাদের জন্য একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ করা হচ্ছে। আরও ৭টি জেলায় পুরুষদের জন্য এবং ৫টি বিভাগীয় সদরে মহিলাদের জন্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণের প্রকল্প হাতে নিয়েছে জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর প্রশিক্ষণ উইং। এসব প্রশিক্ষণ ব্যুরো নির্মাণের জন্য ব্যয় ধরা হয়েছে মোট ৪শ' ৭৪ কোটি টাকা। পর্যাপ্ত টাকা না পাওয়ায় এসব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ

কারিগরি ঃ পৃঃ ২ কঃ ৬

কারিগরি ঃ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কার্যক্রম মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়।

প্রশিক্ষণ উইংয়ের অধীনে কুষ্টিয়া, নোয়াখালী, সিলেট, বান্দরবান, দিনাজপুর, যশোর, পটুয়াখালী, টাঙ্গাইল, জামালপুর, রংপুর ও পাবনায় পুরুষদের জন্য এবং ঢাকার মিরপুরে মহিলাদের জন্য কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণের লক্ষ্যে প্রকল্প হাতে নেয়া হয় ১৯৯৫ সালের জুলাই মাসে। আগামী ২০০৫ সালের জুন মাসের মধ্যে ওই সব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের কাজ শেষ করার সময়সীমা নির্ধারিত আছে। এসব কেন্দ্র নির্মাণের জন্য ব্যয় ধরা হয় মোট ১শ' ৪৬ কোটি টাকা। গত সাড়ে সাত বছরে ওই সব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণের জন্য সাকুল্যে ৩১ কোটি টাকার মতো সরকারের কাছ থেকে পাওয়া গেছে।

মিরপুর মহিলা টিসিসির (টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার) ৬ তলা অ্যাকাডেমিক ভবনের মধ্যে ইতোমধ্যে তিন তলার নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। ৬টি ট্রেডের মধ্যে ৩টি ট্রেডে প্রশিক্ষণ চলছে। অবশিষ্ট ৩টি ট্রেডে প্রশিক্ষণ আগামী জুলাই মাসে শুরু হবে বলে আশা করা হয়েছে। কুষ্টিয়া টিটিসি অ্যাকাডেমিক ভবনের নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। আগামী এপ্রিল অথবা মে মাসে উদ্বোধনের পর এ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু হতে পারে। নোয়াখালী টিটিসি অ্যাকাডেমিক ভবনের কাজও শেষ হয়েছে। জুন মাস নাগাদ উদ্বোধনের পর এখানে প্রশিক্ষণ শুরু হতে পারে। সিলেট টিটিসির অবস্থাও একই রকম। বান্দরবান টিটিসি ভবনের নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। আগামী অর্থ-বছরের প্রথমার্ধে এ কেন্দ্রের উদ্বোধন হতে পারে। দিনাজপুর টিটিসির উদ্বোধন হতে পারে আগামী অর্থ-বছরের অক্টোবর মাস নাগাদ। আগামী অর্থ-বছরের মাস নাগাদ। আগামী অর্থ-বছরের ডিসেম্বর মাস নাগাদ যশোর টিটিসির উদ্বোধন হওয়ার সম্ভাবনা আছে। পটুয়াখালী ও টাঙ্গাইল টিটিসি অ্যাকাডেমিক ভবনের প্রথম তলার নির্মাণ কাজ চলছে। জমি অধিগ্রহন ও সীমানা দেয়াল নির্মাণ করা হয়েছে জামালপুর, রংপুর ও পাবনা টিটিসির। খুব শিগগিরই এসব কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অ্যাকাডেমিক ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হবে। এসব কেন্দ্রে প্রতি বছর ৭ হাজার ৯শ' ২০ ব্যক্তির প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ হবে বলে জানা যায়।

ঠাকুরগাঁও, লালমনিরহাট, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, খাগড়াছড়ি, লক্ষ্মীপুর, নরসিংদী ও নাটোর জেলায় একটি করে কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের প্রকল্প হাতে নিয়েছে জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর প্রশিক্ষণ উইং। ২০০০ সালের জুলাই হতে শুরু করে ২০০৫ সালের জুন মাসের মধ্যে এসব কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ শেষ করার কথা। কিন্তু পদ্ধতি গত জটিলতার কারণে প্রকল্প সারপত্র (পিপিপি) ও প্রকল্প ছক (পিপি) অনুমোদন হতেই প্রায় এক বছর লেগে যায়। সে কারণে প্রকৃতপক্ষে প্রকল্পের বাস্তবায়ন শুরু হয় ২০০১ সালের জুন মাস থেকে। তারপর শুরু হয় ভূমি অধিগ্রহন সংক্রান্ত জটিলতা। ইতোমধ্যে লক্ষ্মীপুর, নরসিংদী ও নাটোর কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জমির দাম বাবদ ৯০ লাখ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। চূড়ান্ত করা হয়েছে লালমনিরহাট, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও ও খাগড়াছড়ি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া। ২০০০-০১ ও ২০০১-০২ অর্থ-বছরে ওই প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ ছিল যথাক্রমে ৫০ লাখ ও ৭৫ লাখ টাকা। চলতি ২০০২-০৩ অর্থ-বছরে ওই প্রকল্পের জন্য ১ কোটি ১০ লাখ টাকা বরাদ্দ আছে। গত ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত ৫৫ লাখ টাকা ছাড় করা হয়। তার ভেতর থেকে ৫৩ লাখ ৫৯ হাজার টাকা খরচ হয়ে গেছে। চারটি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জন্য অধিগ্রহণ করা জমির দাম ধরা হয়েছে ১ কোটি ৩০ লাখ টাকা। যদি অবিলম্বে ওই জমির দাম পরিশোধ করা সম্ভব না হয়, তাহলে অধিগ্রহন প্রক্রিয়া বাতিল হয়ে যাবে বলে আশঙ্কা করা হয়েছে। এসব কেন্দ্রে প্রতি বছর, ৫ হাজার ৮শ' ৮০ ব্যক্তি প্রশিক্ষণ নিতে পারবেন বলে জানা যায়।

প্রশিক্ষণ উইংয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এক দায়িত্বশীল কর্মকর্তা জানান, পুরুষদের সঙ্গে প্রশিক্ষণ নিতে মহিলারা আগ্রহী হন না। এ কারণে সরকার মহিলাদের জন্য আলাদা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলার পদক্ষেপ নেয় চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, সিলেট ও বরিশাল বিভাগীয় শহরে। প্রতিবছর ৪ হাজার ২শ' মহিলা এখানে প্রশিক্ষণ নেয়ার সুযোগ পাবেন। এসব প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ব্যয় ধরা হয়েছে মোট ১শ' ৪৮ কোটি টাকা। ২০০১ সালের জুলাই মাস থেকে এ প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। প্রকল্পের কাজ শেষ করার কথা ২০০৬ সালের জুন মাসের মধ্যে। চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী ও বরিশাল কেন্দ্রে পর্যাপ্ত জমি রয়েছে অব্যবহৃত অবস্থায়। এ কারণে এখানে মহিলাদের জন্য কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তুলতে নতুন করে ভূমি হুকুম দখল করার দরকার হবে না। শুধু মাত্র সিলেটে মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলার জন্য ভূমি হুকুম দখল বাবদ ৫/৬ লাখ টাকা দরকার হতে পারে। ২০০১-০২ অর্থ-বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে মহিলা টিটিসি প্রকল্পে বরাদ্দ ছিল মাত্র ২৫ লাখ টাকা। চলতি অর্থ-বছরে ১ কোটি ৯৫ লাখ টাকা বরাদ্দ আছে। তার মধ্যে ৭৫ লাখ টাকা খরচ করা হয়েছে প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট (পিআইইউ) অফিস নির্মাণ বাবদ। আগামী অর্থ-বছরে টিটিসি নির্মাণ শুরু করা যেতে পারে বলে জানা যায়।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, প্রশিক্ষণ উইং দেশের ৪শ' ৫০টি উপজেলায়ও কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে। এসব কেন্দ্র গড়ে তোলার জন্য ব্যয় ধরা হয়েছে আনুমানিক এক শ' কোটি টাকা। এসব কেন্দ্র নির্মাণের সময় ধরা হয়েছে দু'বছর। এসব কেন্দ্রে ইঞ্জিন মেকানিক, ইলেকট্রিক্যাল, ড্রেস মেকিং, ওয়েল্ডিং অ্যান্ড ফেব্রিকেশন, কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তি, ইলেকট্রনিক্স, এয়ারকন্ডিশনিং অ্যান্ড রিফ্রিজারেশনসহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়ার ব্যবস্থা থাকবে। এসব বিষয়ে প্রশিক্ষণের কোর্স হবে ৬ মাস মেয়াদি। প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীর কাছ থেকে আড়াই হাজার টাকা করে ফি নেয়া হবে। এখানে তিন লাখ নারী পুরুষ প্রশিক্ষণ নিতে পারবেন। তার ফলে ৭২ কোটি টাকা উঠে আসবে বলে সূত্র জানায়।

কারিগরি ঃ পৃঃ ২ কঃ ১

অবশ্যই হবে। তেলেঙ্গানার মাও বাদীরা সেখানে প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করেছেন। এ বিষয়ে তারা অভিনন্দন পাবেন। তেলেঙ্গানার এ ধরনের সমস্যা সমাধানের পথ অন্যান্য রাজ্যের জন্য অনুকরণীয় হবে।